দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

064

দৈনিক ইনকিলাব

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী

নিরক্ষরতা দূর করে দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান লাভ করেছে। এতে রয়েছে '৯০ সালের মধ্যে ৬-১০ শিক্ষা বয়সের ছেলে-মেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা এবং অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর অতিক্রমের আগে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং গ্রাম ও শহর অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাদির ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতা দূর করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। কিন্তু এই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন এ পর্যন্ত কতটুকু সফলতা লাভ করেছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। কেননা '৯০ সাল আসতে আর মাত্র একটি বছর বাকী।

কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের ৭ দশমিক ৯৩ ভাগ প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগে এবং ১২ দশমিক শূন্য ৫ ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয় ত্যাগের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পিতা-মাতাকে কাজে সাহায্য করা, লেখাপড়ার প্রতি অনীহা, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, অভিভাবকের অনাগ্রহ ও বাল্যবিবাহ অন্যতম। উল্লেখ্য, '৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বয়সীর (৬-১১ বছর) সংখ্যা ১ কোটি ৩৬ লাখ ৯৭ হাজার। অথচ এই একই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১ লাখ ১৫ হাজার ৫শ' ৫৪ জন। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা বয়সীর মোট ৬৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে যে হারে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার সরকারী উদ্যোগ এখন ব্যর্থ হওয়ার পথে। বিশেষ করে একদিকে জন্মহার বৃদ্ধি ও অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হারই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ করা যায় যে, দেশে বর্তমানে ৪৪ হাজার ২শ' ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৩ হাজার ইবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৫৭ হাজার ২শ' ২৪টি। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বয়সীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৭৫ লাখ। অর্থাৎ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে আরো ২২ হাজার ৭শ' ৭৬টি নতুন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে। সাথে সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক লাগবে প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার। এমতাবস্থায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য নতুন করে অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অপর এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাত্র ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। তাহলে অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ অকৃতকার্য হয় প্রথম শ্রেণীতেই। কোমলমতি এসব শিশুরা যে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে যেতেই চায় না, সেক্ষেত্রে যদি তারা অকৃতকার্য হয় তাহলে তাদের বিদ্যালয়ে যাবার আগ্রহ থাকবে কেন? এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কচিপ্রাণ শিশুরা যদি শিক্ষকদের কাছ থেকে আদর-সোহাগ পায় তাহলে লেখা-পড়ার প্রতি তাদের অবশ্যই আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কিন্তু যতদূর জানা যায়, দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের এটাও একটা কারণ। এদিক থেকে আমরা মনে করি, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।